১. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে যা জানো লেখ।

কাল মার্কস তাঁর Das Capital গ্রন্থে যে সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন তাহা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গী এঙ্গেলেস বলেছেন-ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী কাঠামোর শোষণের বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে কিভাবে সর্বহারা শ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে সামজতন্ত্রবাদ গড়ে তুলতে পারে তাই মার্কস চেয়েছেন।

সমাজের পরিবর্তন ও সেই পরিবর্তনের চরিত্র সম্পর্কে মার্ক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারের মধ্যে বিশেষ করে দুটি আবিষ্কার সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: (১) ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং (২) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব । 'মার্ক্সের এই অর্থং দুটি আবিষ্কারের জন্যই সমাজসংক্রান্ত তাঁর মতবাদ 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ'রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পরবর্তী সমাজতন্ত্রবাদীদের কাজ কেবল এই দুটি তত্ত্বকে ঠিক বাস্তবক্ষেত্রে যথাসম্ভব প্রয়োগ করা'। মার্ক্সের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত এও আবিষ্কার দুটির ব্যাখ্যা করা গেল:

(১) ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ: মার্ক্সীয় দর্শন 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' নামে পরিচিত। মার্ক্স তাঁর জান পূর্ববর্তী জার্মান দার্শনিক হেগেলের (Hegel) 'দ্বান্দ্বিক ভাববাদের' (Dialectic Idealism) দ্বান্দ্বিকতাকে গ্রহণ করলেও ভাববাদ পরিহার করে বস্তুবাদ সমর্থন করেন। হেগেলের মতবাদ অনুসারে ভাব বা চিন্তাই পরমার্থসৎ, যার অভিব্যক্তি ঘটে দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে বাদ (the- sis), প্রতিবাদ (anti-thesis) ও সম্বাদের (synthesis) মধ্য দিয়ে। প্রথম যে ভাব বা চিন্তাটি প্রকাশ পায় তা বাদ, যা তার স্বভাবধর্ম অনুসারে এক বিরোধী চিন্তা প্রতিবাদকে আকর্ষণ করে। এই দুটি বিপরীতধর্মী প্রত্যয় 'বাদ' ও 'প্রতিবাদ' পরস্পরকে অস্বীকার না করে তারা উভয়ে এক উচ্চতর প্রত্যয়, 'সম্বাদে', মিলিত হয়। 'সম্বাদটি আবার কালক্রমে 'বাদে' পরিণত হয় এবং তারই মধ্য থেকে বিপরীত এক প্রত্যয় 'প্রতিবাদের' উৎপত্তি হয়; সে-দুটি বিপরীত প্রত্যয় আবার কালক্রমে উচ্চতর 'সম্বাদে' মিলিত হয়। এভাবেই, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে, চলে ভাব বা চিন্তার অন্তহীন অভিব্যক্তি। এই অন্তহীন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই অভিব্যক্ত হয় বস্তুজগৎ, জীবজগৎ এবং সমাজের উত্থান পতন, অর্থাৎ সমগ্র জগতের ইতিহাস।

কাজেই, হেগেলের মতে, সমাজস্থ মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, তার ধর্ম, নীতি, দর্শন প্রভৃতি সব কিছুই মানুষের ভাব বা চিন্তার দ্বারা হয়- মানুষের ভাব বা চৈতন্যই সামাজিক জীবরূপে তার অস্তিত্ব ও অবস্থানকে নির্ধারিত করে। হেগেলের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণও বলেন যে, মানুষের ভাব বা চেতনাই সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি।

(২) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of Surplus value): সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে 'মার্ক্সের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল, সম্পদ ও শ্রমের মধ্যে মূল সম্পর্ক নির্ধারণ: অথবা বলা যায়, বর্তমান ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কিভাবে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের বঞ্চিত করে তা নির্ধারণ।" এ যাবৎ অর্থনীতিবিদদের অভিমত

ছিল- শ্রমই সম্পদের উৎস এবং সেকারণে শ্রমই পণ্যমূল্যকে নির্ধারিত করে। কিন্তু শ্রম যদি পণ্যমূল্যের নির্ধারক হয় কিভাবে এবং কেন পণ্যের বাজারমূল্য পণ্য উৎপাদনের-জন্য-ব্যয়িত (শ্রম) মূল্যকে অতিক্রম করে? কেনই বা শ্রমিক তার শ্রমের সব মূল্য পায় না? কিভাবে শ্রমিকের শ্রম-মূল্য পুঁজিপতির মুনাফারূপে সঞ্চিত হয়? সাবেকী অর্থনীতিতে এসবের কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মার্ক্সই সর্বপ্রথম এই জটিল প্রশ্নের এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হন।পুঁজিবাদী সমাজে পণ্য-উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে (যেমন- কারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদির মধ্যে) শ্রমিকের শ্রমও একটি উপাদান, কেননা কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মতো শ্রমিকের শ্রমশক্তিকেও পুঁজিপতিরা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে। তবে, অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে শ্রমশক্তি উপাদানের কিছু পার্থক্য আছে। সঞ্চিত কাঁচামালের দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যই উৎপাদন হতে পারে, তার বেশি নয়। তেমনি একটি যন্ত্র একদিনে বা একমাসে বা এক বছরে বিশেষ পরিমাণ পণ্যই উৎপাদন করতে পারে, তার বেশি নয়। কিন্তু শ্রমিক তার শ্রমশক্তিকে প্রসারিত করতে পারে। চুক্তিমতো দিনে ৮ ঘণ্টা শ্রম দেবার পরিবর্তে শ্রমিক ৯, ১০, ১১, ১২ ঘণ্টাও শ্রম নিয়োগ করে অতিরিক্ত পণ্য উৎপন্ন করতে পারে। এই অতিরিক্ত শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য শ্রমিকরা পায় না, তার সবটাই 'উদ্বৃত্তমূল্যরূপে' (surplus value) বা লাভের অঙ্করূপে পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ করে। বিষয়টিকে এঙ্গেলস এভাবে বুঝিয়েছেন'':

'ধরা যাক, কোন শ্রমিক তার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে মজুরী পায় তার পরিবর্তে তাকে ৬ ঘণ্টা শ্রম দিলেই চলে, অর্থাৎ তার ৬ ঘণ্টা শ্রমের মূল্য = তার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রাপ্ত মজুরী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এমন হয় না। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, পুঁজিপতি যেহেতু মূল্য দিয়ে শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে ক্রয় করেছে সেহেতু তার দাবি অনুসারে শ্রমিককে ৬ ঘণ্টার পরিবর্তে ৮, ১০, ১২, ১৪ অথবা আরও বেশি ঘণ্টার শ্রম নিয়োগ করতে হয়। ঐ সব অতিরিক্ত শ্রম-সময়ের জন্য শ্রমিকদের কোন মূল্য দেওয়া হয় না, অতিরিক্ত শ্রমের সমস্ত মূল্যই পুঁজিপতিরা 'লাভ' হিসেবে ভোগ করে। পুঁজিপতিদের এই 'লাভের' অঙ্কই হচ্ছে 'উদ্বৃত্ত মূল্য' (surplus value)।